**মেঘনাদবধ কাব্য PDF:** মহাকবি হিসেবে পরিচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যতম জনপ্রিয় একটি মহাকাব্য হল 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এটি একটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য। যেটিকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে দেখা হয়। নয়টি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যটি ১৮৬১ সালে ২ খন্ডে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। অনেক বিদেশী কাব্যের ছাপ উপস্থিত থাকলেও মেঘনাদবধ কাব্যটি আসলে হিন্দু মহাকাব্য রামায়ন অবলম্বনে লিখেছেন উনিশ শতকের অন্যতম বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

# একনজরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে জেনে নিন

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহন করেছেন ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে। আর মারা গেছেন ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন। মধুসূদন দত্ত মূলত একজন বাঙালি কবি, প্রহসন রচয়িতা এবং নাট্যকার। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবেও পরিচিত। ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন সময়ে যশোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহন করেন মধুসূদন দত্ত। তাঁর যৌবনে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করে 'মাইকেল মধুসূদন' রাখেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর অনেক বেশি টান। যার ফলে তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে মনোযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের এক পর্যায়ে তিনি তাঁর মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আকৃষ্টবোধ করেন এবং অতঃপর নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। এরপর একের পর এক জনপ্রিয় সাহিত্য রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবির্ভাব ঘটান মধুসূদন দত্ত। মেঘনাধবধ কাব্য তাঁর রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই কলকাতায় অকাল মৃত্যু ঘটে এই কবির। শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, দ্য ক্যাপটিভ লেডি, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্মাবতী, বীরাঙ্গনা কাব্য, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেকটর বধ ইত্যাদি তাঁর রচিত অন্যতম রচনা।